দানিয়েলের বই - সংখ্যা পঞ্চান্ন

ভবিষ্যদ্বাণীর বয়নচিত্রের উন্মোচন: দানিয়েলকে গ্যাব্রিয়েলের প্রকাশ

Jeff Pippenger

2024-01-19

দানিয়েল যিরমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বন্দিদশার সত্তর বছর এবং মোশির শপথ ও অভিশাপ বুঝে নেওয়ার পর গাব্রিয়েল তার কাছে এলেন।

> তার রাজত্বের প্রথম বছরে, আমি দানিয়েল, গ্রন্থসমূহের দ্বারা বছরগুলোর সংখ্যা বুঝলাম—যা সম্বন্ধে প্রভুর বাক্য ভাববাদী যিরমিয়ের কাছে এসেছিল—যে তিনি ইয়েরূশলেমের ধ্বংসাবস্থায় সত্তর বছর পূর্ণ করবেন। . . . হ্যাঁ, সমগ্র ইস্রায়েল তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে, এমনকি বিচ্যুত হয়ে, যাতে তারা তোমার বাণী মান্য না করে; সেই কারণে অভিশাপ আমাদের ওপর নেমে এসেছে, এবং ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থায় লিখিত শপথও আমাদের ওপর নেমে এসেছে, কারণ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আর তিনি তাঁর বাক্য সিদ্ধ করেছেন, যা তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এবং যারা আমাদের বিচার করেছিল সেই বিচারকদের বিরুদ্ধেও বলেছিলেন, আমাদের ওপর এক মহা অনিষ্ট এনে; কারণ সারা আকাশের নীচে যেমন ইয়েরূশলেমের ওপর করা হয়েছে তেমন কিছু করা হয়নি। মোশির ব্যবস্থায় যেমন লেখা আছে, এই সব অনিষ্ট আমাদের ওপর এসে পড়েছে; তবুও আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সামনে প্রার্থনা করিনি, যাতে আমরা আমাদের অধর্ম থেকে ফিরি এবং তোমার সত্য বুঝি। অতএব প্রভু এই অনিষ্টের দিকে লক্ষ রেখেছেন এবং তা আমাদের ওপর এনেছেন; কারণ তিনি যে সমস্ত কাজ করেন তাতে আমাদের প্রভু ঈশ্বর ধার্মিক; কারণ আমরা তাঁর বাণী মানিনি। দানিয়েল ৯:২, ১১-১৪।

দানিয়েল যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, যা "the oath" হিসেবে অনূদিত হয়েছে, সেটিই সেই শব্দ যা মোশি ব্যবহার করেছিলেন এবং যা লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশে "seven times" হিসেবে অনূদিত হয়েছে। সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে নবম অধ্যায়ে দানিয়েল যিরেমিয়ার সত্তর বছরের সময়কাল ও তেইশশো বছরের সময়কালের সম্পর্কটি বুঝতে চাইছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে গাব্রিয়েলকে দানিয়েলকে তেইশশো দিনের দর্শনটি বোঝাতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং নবম অধ্যায়ে ফিরে এসে গাব্রিয়েল তার কাজ শেষ করতে গিয়ে দানিয়েলকে বলেন যেন অধ্যায় সাত, আট এবং নয়ের মূল বিষয় হয়ে থাকা ওই দুইটি দর্শনকে মনে মনে পৃথক করে নেন। ওই দুইটি দর্শনই ১৭৯৮ সালে সীলমুক্ত হওয়া "জ্ঞান বৃদ্ধি"-র বিষয়বস্তু।

যিরেমিয়ার সত্তর বছর এবং মূসার "শাপ"—উভয়ই "সাত কাল"-এর প্রতীক; মূসার "শপথ" দ্বারা যা প্রতীকায়িত হয়েছে। কিন্তু গাব্রিয়েল তেইশশো বছরের সময়কালের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন। এটি কেবল সঠিকভাবে ভাগ করা যায়, যখন পদদলনের দর্শন ("chazon") ও রূপের দর্শন ("mareh")-এর সম্পর্কটি সঠিকভাবে পৃথক করে বোঝা হয়। গাব্রিয়েল প্রথমেই নির্দেশ করলেন যে ইহুদিদের জন্য চারশো নব্বই বছরের একটি পরীক্ষাকাল দেওয়া হয়েছে। সেই সময়কালটি ছিল সেই বিদ্রোহের চারশো নব্বই বছরের সময়কালের সমান, যা সত্তর বছরের বন্দিদশা সৃষ্টি করেছিল।

পদ চব্বিশে "নির্ধারিত" শব্দটি খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে তৃতীয় ফরমান জারি হওয়া থেকে খ্রিস্টাব্দ ৩৪-এ স্তেফানকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে নির্দেশ করে, কিন্তু পদ ছাব্বিশ ও সাতাশে "নির্ধারিত" শব্দটি মূর্তিপূজাবাদ ও পোপতন্ত্রের উজাড়কারী

শক্তসিমূহকে চিহ্নিত করছে।

> আর বাষট্টি সপ্তাহের পর মসীহ কর্তিত হবেন, কিন্তু নিজের জন্য নয়; আর যিনি আসবেন সেই রাজপুত্তরের লোকেরা নগর ও পবিত্রস্থান ধ্বংস করবে; আর তার শেষ হবে প্লাবনে, আর যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ নির্ধারিত হয়েছে। আর তিনি এক সপ্তাহের জন্য বহুজনের সঙ্গে চুক্তি দৃঢ় করবেন; আর সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি বলি ও নিবেদন বন্ধ করবেন, আর জঘন্যতার বিস্তারের জন্য তিনি এটিকে উজাড় করবেন, সমাপ্তি পর্যন্ত; আর নির্ধারিত যা, তা উজাড়ের উপর ঢালা হবে। দানিয়েল ৯:২৬, ২৭।

গাব্রিয়েল দানিয়েলকে জানান যে "মশীহ" "বিচ্ছিন্ন" হওয়ার "পর" "যে রাজপুত্র আসবে তার প্রজারা 'শহর' ও 'পবিত্রস্থান' ধ্বংস করবে।" পৌত্তলিক রোম ৬৬ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠিক সাড়ে তিন বছর স্থায়ী সেই অবরোধে "শহর ও পবিত্রস্থান" ধ্বংস করেছিল। গাব্রিয়েল উল্লেখ করেন যে "যুদ্ধের শেষে" হবে "বন্যার মতো," এবং যুদ্ধটি হবে "উজাড়" দ্বারা গঠিত। যিরূশালেম ও পবিত্রস্থানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধটি ছিল পৌত্তলিকতা ও পোপতন্ত্র কর্তৃক সংঘটিত এক পদদলন। শুরুতে যিরূশালেমকে যে পৌত্তলিক শক্তি ধ্বংস করেছিল, তা ছিল বাবিল; কিন্তু মশীহ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে যে পৌত্তলিক শক্তি ধ্বংস করেছিল, তা ছিল পৌত্তলিক রোম। কিন্তু পবিত্রস্থান ও বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধটি দুটি উজাড়কারী শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, এবং শাস্ত্রে এই দুই উজাড়কারী শক্তির দ্বিতীয়টি হলো পোপতন্ত্র।

পোপতন্ত্রই সেই শক্তি যাকে "উপচে পড়া শাস্তির বেত্রাঘাত" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে; দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদে এটি সেই শক্তি, যা "উপচে পড়ে এবং অতিক্রম করে যায়।" বাবিল দিয়ে শুরু হয়ে, এবং ব্যবস্থাবিবরণীতে মোশি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, যে লৌহ-জাতি দুর্বোধ্য বাক্য বলত তার অধীনে চলতে থাকা যিরূশালেমের পদদলনের পরই পোপতন্ত্র আসে। পদদলনের শেষ পর্যন্ত "উজাড়তা" "নির্ধারিত" ছিল। সাতাশতম পদে, খ্রীষ্ট অনেকের সাথে এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি দৃঢ় করেন। সেই সপ্তাহের মাঝামাঝি, খ্রীষ্ট স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে তাঁর মহাযাজকীয় পরিচর্যা শুরু করার সাথে সাথে পার্থিব বলিদান-ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের জন্য আলাদা করে নির্ধারিত পরীক্ষাকালের সময়ে ইহুদিদের অবাধ্যতার কারণে, পবিত্রস্থান ও নগর আবারও উজাড় করে দেওয়া হবে।

পদটি বলে: "ঘৃণ্যতার ব্যাপক বিস্তারের কারণে সে এটিকে উজাড় করে দেবে, এমনকি শেষসিদ্ধি পর্যন্ত; এবং যা নির্ধারিত হয়েছে তা উজাড়ের উপর ঢালা হবে।" যখন ইহুদিরা অবশেষে তাদের পরীক্ষাকালের পেয়ালা উপচে পড়া পর্যন্ত পূর্ণ করল, তখন শহর ও পবিত্রস্থান যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত উজাড় হয়ে থাকার কথা ছিল। ১৭৯৮ সালে পদদলনের 'শেষসিদ্ধি'তে, 'নির্ধারিত' ছিল যে পোপতন্ত্র একটি মৃত্যুঘাতী ক্ষত গ্রহণ করবে। তারপর শহর ও পবিত্রস্থান পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ হওয়ার কথা ছিল, যেমনটি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা গিয়েছিল যখন ইহুদিরা তিনটি ফরমানের অধীনে আক্ষরিক বাবিল থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সেই যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত জেরুজালেম পোপীয় ক্ষমতার দ্বারা পদদলিত হতে থাকবে। তেইশশো বছরের সময়সীমার মধ্যে বিদ্যমান পৃথক পৃথক পর্বগুলি যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপর্ব দ্বারা গঠিত, সেগুলি কেবল তখনই সঠিকভাবে বোঝা যায়, যখন সত্তর বছরের পদদলনের দর্শনের সঙ্গে পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীর পুনঃস্থাপনের দর্শনের সম্পর্কটি বোঝা হয়। মোশির অভিশাপ অনুযায়ী বিচ্ছুরণের দর্শনকে অস্বীকার করা মানে সমবেতকরণের দর্শনকে অস্বীকার করা। সত্তর বছরের দর্শনই বিচ্ছুরণের দর্শন।

তেইশশো বছরের দর্শনই সমবেতকরণের দর্শন। সত্তর বছরের দর্শনটি বিচ্ছুরণের "chazon" দর্শন, আর তেইশশো বছরের দর্শনটি সমবেতকরণের "mareh" দর্শন।

> অতএব ঈশ্বর যা একত্র করেছেন, মানুষ যেন তা পৃথক না করে। মার্ক ১০:৯।

দুটি দর্শন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে, আর একটিকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই উভয়টিকেই প্রত্যাখ্যান করা। এই সত্যটি নির্দেশ করে যে, অ্যাডভেন্টিজম দুই হাজার তিনশো বছরের ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থনের দাবি করলেও, তারা অ্যাডভেন্টিজমের কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ঠিক যেমন তারা ১৮৬৩ সালে “সাত বার” প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইহুদিরা কি ঈশ্বরের আইন পালন করার দাবি করেনি? প্রাচীন ইস্রায়েল কি মশীহের প্রতীক্ষায় থাকার দাবি করেনি? ঈশ্বরের বাক্যকে সমর্থন না করলে কোনো দাবি অর্থহীন।

মিলারাইটরা অবশেষে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরকে তেইশশো দিনের সময়কালের সমাপ্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছিল, তবে তাদের বোঝাপড়া সীমিত ছিল। মহা হতাশার পরেই স্বর্গীয় পবিত্রস্থান এবং ওই তারিখে অতিপবিত্র স্থানে খ্রিস্টের প্রবেশ সম্পর্কে আলোকপাত হলো। সেই তারিখের পরেই তারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এবং ঈশ্বরের আইন উপলব্ধি করল।

প্রভু দুই হাজার তিনশ বছরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলো বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করেছিলেন, এবং ১৮৫৬ সালে তিনি আরও আলোর জন্য দরজা খুলে দিলেন, কিন্তু পরবর্তী সাত বছরে অ্যাডভেন্টবাদ সেই দরজাটি বন্ধ করে দিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরেই প্রভু ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীদের হাইরাম এডসনের প্রবন্ধগুলোর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, এবং "সাত সময়"-এর আলো আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।

দুই হাজার তিনশো বছরের ভবিষ্যদ্বাণী এবং দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সম্পর্কটি দেখতে অস্বীকার করার ফলে, অ্যাডভেন্টবাদ ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরকে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণভাবে বুঝেছিল।

একবার এস. এস. স্নো ক্রুশবিদ্ধকরণের তারিখ চূড়ান্ত করলে, ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তারিখটি নিশ্চিত হয়েছিল।

> অতএব জেনে নাও এবং বুঝে নাও, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করার আদেশ জারি হওয়া থেকে অভিষিক্ত রাজপুত্র পর্যন্ত হবে সাত সপ্তাহ এবং বাষট্টি সপ্তাহ; রাস্তাও আবার নির্মিত হবে, প্রাচীরও—ক্লেশময় সময়ের মধ্যেই। আর বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত জন নিধন হবে, কিন্তু তাঁর নিজের জন্য নয়; এবং আসন্ন রাজপুত্রের লোকেরা শহর ও পবিত্রস্থান ধ্বংস করবে; আর তার শেষ হবে প্লাবনের মতো, এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত উজাড় অবস্থা নির্ধারিত রয়েছে। এবং তিনি এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে চুক্তি দৃঢ় করবেন; আর সেই সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি বলি ও অর্ঘ্য বন্ধ করবেন, এবং ঘৃণ্যতার বিস্তারের কারণে তিনি একে উজাড় করে দেবেন, সমাপ্তি পর্যন্ত; এবং যা নির্ধারিত হয়েছে তা উজাড়ের উপর ঢেলে দেওয়া হবে। দানিয়েল ৯:২৫-২৭।

মিলারাইটরা ক্রুশবিদ্ধকরণের সঠিক তারিখ চিহ্নিত করেছিলেন এবং এরপর তেইশশত বছরের কালপর্বের সমাপ্তিও চিহ্নিত হয়েছিল। "সপ্তাহের মধ্যভাগে" মশীহার "বধ"—যেখানে খ্রিস্ট "চুক্তি" দৃঢ় করেছিলেন—ইহুদিরা তাদের পরীক্ষাকালের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ করে

ফেলায়, যা "জঘন্যতার বিস্তার" দ্বারা নির্দেশিত, সেটিও চিহ্নিত হয়েছিল। মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির বার্তাকে স্বীকৃত করার ক্ষেত্রে ক্রুশটি হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য ঐতিহাসিক মাইলফলক।

ঈশ্বরের শক্তির এমন শক্তিশালী প্রকাশ ঘটিয়েছিল যে, সেই পদগুলিতে থাকা আলোর পরেও, মিলারাইটরা কখনোই সেই পদগুলির সেই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারেনি, যা দানিয়েলের দুইটি দর্শনের সম্পর্ক বোঝার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। যে সপ্তাহে খ্রিস্ট চুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন, তা দুইটি সময়কালে বিভক্ত ছিল; পরে সিস্টার হোয়াইট এটিকে সাড়ে তিন বছরব্যাপী খ্রিস্টের ব্যক্তিগত সেবাকার্য এবং তারপরে শিষ্যদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকৃত তাঁর সেবাকার্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তারা দেখেছিল যে ক্রুশের ঐতিহাসিক পথচিহ্ন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর তারিখ নির্ধারণের নোঙর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা দেখেনি যে এটি একই দৈর্ঘ্যের দুটি সাড়ে তিন বছরের সময়কালের মধ্যবিন্দুকেও নির্দেশ করে, এবং সে অর্থে ‘সাত সময়’-কে নির্দেশ করে, যাকে ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ‘তাঁর চুক্তির বিবাদ’ বলেছেন।

> তখন আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূলভাবে চলিব, এবং তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে আরও সাতগুণ দণ্ড দেব। আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন এক তরবারি আনিব, যা আমার চুক্তির বিরোধের প্রতিশোধ সাধন করিবে; এবং যখন তোমরা আপন আপন নগরের মধ্যে একত্রিত হইবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিব; আর তোমরা শত্রুর হাতে সমর্পিত হইবে। লেবীয় পুস্তক ২৬:২৪, ২৫।

খ্রিষ্ট যখন অনেকের সঙ্গে চুক্তি স্থির করছিলেন, তখন সেটিই সেই চুক্তি ছিল, যার বিষয়ে তিনি অবাধ্য ইহুদিদের সঙ্গে বিরোধে ছিলেন। “তার চুক্তির বিরোধ” শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে, যখন আশূরীয়রা উত্তর রাজ্যকে বন্দীদশায় নিয়ে যায়, এবং তারপর এক হাজার দুইশো ষাট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিন ধরে পৌত্তলিকতা আক্ষরিক ইস্রায়েলকে পদদলিত করেছিল। সেই পদদলনের পর আবার এক হাজার দুইশো ষাট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিন ধরে পোপতন্ত্র আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলকে পদদলিত করেছিল।

যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সপ্তাহে খ্রিস্ট চুক্তিকে নিশ্চিত করেছিলেন, যা দুই হাজার তিনশো বছরের দর্শনের পূরণ ছিল, সেই সপ্তাহটি একই সঙ্গে দুই হাজার পাঁচশো বেশি বছরের দর্শনকেও প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মিলারাইটরা দুই হাজার তিনশো বছরের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে যথেষ্টটুকু অনুধাবন করেছিলেন, যাতে তারা ‘মধ্যরাত্রির আহ্বান’ বার্তাটি সঠিকভাবে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু নয় নম্বর অধ্যায়ে গ্যাব্রিয়েলের ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে আলো পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তার কিছু অংশ তারা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল দানিয়েলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি ‘বিষয়’ ও ‘দর্শন’ হিসেবে উপস্থাপিত দুটি দর্শনকে সঠিকভাবে ভাগ (মানসিকভাবে পৃথক) করেন; এবং সেই পরামর্শের পরিপালনে সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে, সত্তর সপ্তাহ (যা ‘সাত বার’-এর প্রতীক) ও তেইশশো বছরের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে এটিই ছিল দানিয়েলের প্রধান উদ্বেগ।

অ্যাডভেন্টবাদের 'সাত বার' প্রত্যাখ্যান তাদের এমন এক অবস্থানে রেখেছিল, যেখানে তারা বুঝতে পারেনি যে তেইশশো বছর থেকে কেটে নেওয়া চারশো নব্বই বছরের প্রথম পর্বটি চুক্তির বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করত, যাকে মূসা 'তার চুক্তির বিবাদ' বলে অভিহিত

করেছেন।

তাদের আরও এটা বুঝতে বাধা দেওয়া হয়েছিল যে, সপ্তাহের মাঝখানে সংঘটিত ক্রুশবিদ্ধকরণটি শুধু তারিখ চিহ্নিত করার চেয়ে বেশি কিছু করেছিল; কারণ এটি চুক্তির রক্তের মাধ্যমে ইস্রায়েলের অবাধ্যতার সঙ্গে খ্রিস্টের বিবাদের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুকেই চিহ্নিত করেছিল। তারা অন্ধ ছিল এই সত্যের প্রতি যে, ক্রুশে বহুজনের জন্য যে রক্ত ঢালা হয়েছিল—যা তাঁর চুক্তিকে দৃঢ় করছিল—তা লেবীয় পুস্তকের পঁচিশ ও ছাব্বিশ অধ্যায়ে বিধিবদ্ধ চুক্তিকেও দৃঢ় করছিল।

প্রাচীন ইস্রায়েল নিজেদেরকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেছিল, যেখানে তারা চুক্তিটিকে তাদের এই ঘোষণা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল— "প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা-ই করব"; অথচ তারা একেবারেই অবগত ছিল না যে খ্রিষ্ট যে চুক্তি প্রস্তাব করছিলেন, তার শর্ত ছিল যে তাঁর আইন হৃদয়ে লেখা থাকবে। চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে তাদের ফারিসীসুলভ সংজ্ঞা তাদেরকে সত্যিকারের চুক্তি বোঝা ও গ্রহণ করা থেকে বাধা দিয়েছিল।

আধুনিক ইস্রায়েল 'সপ্তাহের মাঝখানে ক্রুশের রক্ত'কে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা আধুনিক ইস্রায়েলের ওপর ঠিক সেই অন্ধত্বই ডেকে আনে, যে অন্ধত্ব প্রাচীন ইস্রায়েলের ওপর ছিল, যখন তারা মসিহকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছিল যে সিজার ছাড়া তাদের কোনো রাজা নেই।

আধুনিক ইস্রায়েল এই সত্যটি দেখতে পায় না যে গাব্রিয়েল দানিয়েলের জন্য যে ইতিহাসের রূপরেখা দিয়েছিলেন, তাতে শুধু চুক্তির নিশ্চিতকরণই নয়, বরং সেই চুক্তিকে যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের উপর নেমে আসা ছত্রভঙ্গও অন্তর্ভুক্ত আছে; কারণ পদগুলো নির্দেশ করে যে পৌত্তলিক রোম (যে রাজপুত্র আসতে কথা ছিল) শহর ও পবিত্রস্থান ধ্বংস করবে, এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত (যা পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীকে পদদলিত করেছিল) "বিধ্বংসসমূহ"—বহুবচনে—নির্ধারিত ছিল।

যে ইতিহাসে খ্রিস্ট অনেকের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত করতে তাঁর রক্ত প্রবাহিত করেছিলেন, সেখানে পৌত্তলিক ও পোপীয় রোমের দুটি উজাড়কারী শক্তিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রুশে প্রবাহিত রক্তই খ্রিস্ট স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে নিয়ে আসেন, এবং তা তাঁর কাজের প্রতীক, যা দুই হাজার তিনশো বছরের "mareh" দর্শনে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ওই ইতিহাসটি দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরের "chazon" দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে সেই দুটি উজাড়কারী শক্তির মাধ্যমে, যারা পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করবে।

মিলারের স্বপ্নে রত্নরূপে উপস্থাপিত সত্যগুলো সূর্যের মতো উজ্জ্বল ছিল, তবে সেগুলো অসম্পূর্ণ ছিল। শেষ দিনগুলোতে, যখন মধ্যরাত্রির আহ্বান অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হবে, সেই একই রত্নগুলো 'ধুলো ঝাড়ুর মানুষ'-এর দ্বারা নতুন, বড় পেটিকায় রাখা হবে, এবং তখন সেগুলো তাদের পূর্বের তুলনায় দশগুণ বেশি দীপ্তিতে জ্বলবে। সেগুলো চূড়ান্ত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মানদণ্ড হয়ে ওঠে। ঐ রত্নগুলোকে হবক্কূকের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দুই সাক্ষী ফলক হিসেবে নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করেছিলেন। ১৮৪৩ এবং ১৮৫০ সালের অগ্রদূতদের চার্টের দুইটি ফলক যখন 'পংক্তির পর পংক্তি' একটির উপর আরেকটি রেখে মিলানো হয়, তখন মিলারের রত্নগুলো নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত হয়, এবং তাতে সেই রত্নগুলো চূড়ান্ত মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

দুটি চার্টে থাকা অধিকাংশ সত্য ১৮৪৪ সালের পূর্বে পূর্ণ হওয়া ভাববাণীগুলিকে চিত্রিত করে, যেমন দানিয়েলের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের পশুগুলোর সনাক্তকরণ। দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূর্তিটি উপস্থাপিত আছে। দর্শনটি কি প্রতিষ্ঠা করে—রোম না আন্তিয়খুস এপিফানেস—এই বিতর্কও সেখানে আছে। প্রথম হতাশা এবং হাবাক্কুক ও দশ কুমারীর বিলম্বের সময়ও সেখানে আছে। তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন সেখানে আছে, তেমনি আছে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানও। "দ্য ডেইলি" পৌত্তলিকতার প্রতীক হিসেবে সেখানে আছে। এবং অবশ্যই, ইসলামের তিনটি হায় সেখানে আছে। একত্রে আনলে এই চার্টগুলি "জ্ঞানবৃদ্ধি"র একটি চিত্রায়ণ উপস্থাপন করে—যা ঘটে যখন যিহূদার গোত্রের সিংহ কোনো ভাববাণীমূলক সত্যের মোহর খুলে দেন।

আমরা যখন ১৭৯৮ সালে 'শেষ সময়ে' সীল খোলা হয়েছিল এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে উলাই নদীর দর্শন নিয়ে আমাদের পর্যালোচনাকে সমাপ্তির দিকে আনছি—যা বৃদ্ধি পেয়ে উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নের নতুন, বৃহত্তর সিন্দুকে থাকা রত্নসমূহে রূপ নিয়েছিল—তখন আমরা মিলারাইটদের সেই সত্যসমূহে ফিরে যাব, যেগুলো তাদের ইতিহাসে অসম্পূর্ণ ছিল। কিছু সত্য সেই ঐতিহাসিক সময়ের কারণেই অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, যে সময়ে মিলারাইটরা বাস করছিলেন; আর অন্যগুলো তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর সঙ্গে তাল মেলাতে অস্বীকারকারীদের অবাধ্যতার ফলে অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছিল।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

> যাদেরকে ঈশ্বর বার্তাসহ পাঠিয়েছেন, তারা কেবল মানুষ; কিন্তু তারা যে বার্তা বহন করে, তার প্রকৃতি কী? ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কোনটি অধিক পছন্দনীয় হবে তা নিয়ে পরামর্শ করেননি বলে, আপনি কি সতর্কবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, বা তাকে হালকাভাবে নিতে সাহস করবেন? ঈশ্বর এমন মানুষদের ডাকেন যারা কথা বলবে, যারা উচ্চস্বরে ডাক দেবে এবং রেয়াত করবে না। এই সময়ের জন্য তাঁর কাজ সম্পাদন করতে ঈশ্বর তাঁর দূতদের দাঁড় করিয়েছেন। কেউ কেউ খ্রিষ্টের ধার্মিকতার বার্তা থেকে সরে গিয়ে মানুষদের এবং তাদের অপূর্ণতাগুলোকে সমালোচনা করতে লেগেছে, কারণ তারা কাম্য সকল সৌন্দর্য ও পরিশীলনসহ সত্যের বার্তা উচ্চারণ করে না। তাদের অতিরিক্ত উৎসাহ, অতিরিক্ত আন্তরিকতা, অতিরিক্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলা—এসব কারণেই যে বার্তা বহু ক্লান্ত ও পীড়িত আত্মার কাছে আরোগ্য, জীবন ও সান্ত্বনা আনতে পারত, তা কোনো না কোনো মাত্রায় বাদ পড়ে যাচ্ছে; কারণ যে অনুপাতে প্রভাবশালী লোকেরা নিজেদের হৃদয় বন্ধ করে দেয় এবং ঈশ্বর যা বলছেন তার বিরোধিতায় নিজেদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক সেই অনুপাতে তারা আলোর জন্য এবং প্রাণদানকারী শক্তির জন্য যারা আকুল ছিল ও প্রার্থনা করছে, তাদের কাছ থেকে সেই আলোর কিরণ কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে। খ্রিষ্ট তাঁর দাসদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সব কঠোর, গর্বোদ্ধত, বিদ্রূপাত্মক বাক্যকে নিজের বিরুদ্ধে বলা হিসেবেই নথিবদ্ধ করছেন।
>
> তৃতীয় দেবদূতের বার্তা বোঝা হবে না; যে আলো তার মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করবে, তার অগ্রসরমান মহিমায় চলতে অস্বীকারকারীরা তাকে মিথ্যা আলো বলে আখ্যা দেবে। যে কাজটি করা যেতে পারত, তা তাদের অবিশ্বাসের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীরা অপূর্ণই রেখে দেবে। সত্যের আলোর বিরোধীরা, আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি—ঈশ্বরের লোকদের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। স্বর্গপ্রেরিত আলো স্পষ্ট ও স্থির কিরণে তাদের উপর উদ্ভাসিত হতে দিন। ঈশ্বর আপনাদের—যাদের কাছে এই আলো এসেছে—এটি আপনারা কীভাবে ব্যবহার করেন তার জন্য দায়বদ্ধ করেন। যারা শুনতে চাইবে না, তারা দায়ী গণ্য হবে; কারণ সত্য তাদের নাগালের মধ্যে আনা হয়েছে,

কিন্তু তারা তাদের সুযোগ ও সুবিধাসমূহকে তুচ্ছ করছে। ঐশ্বরিক স্বীকৃতির সিলমোহর বহনকারী বার্তাসমূহ ঈশ্বরের লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছে; কল্যাণ ও সত্যে পূর্ণ খ্রিস্টের মহিমা, ঐশ্বর্য, ধার্মিকতা উপস্থাপিত হয়েছে; পক্ষপাতের কারণে যাদের হৃদয় বন্ধ ছিল না, তাদের সকলকে আকর্ষণ করতে যিশু খ্রিস্টে ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতা আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য ও মনোহরতায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করছেন। আমরা দেখেছি আত্মারা পাপ থেকে ধার্মিকতার দিকে ফিরে এসেছে। আমরা দেখেছি অনুতাপী হৃদয়গুলিতে বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আমরা কি সেই কুষ্ঠরোগীদের মতো হব, যারা শুচি করা হয়েছিল, নিজেদের পথে চলে গেল, আর মাত্র একজন ঈশ্বরকে মহিমা দিতে ফিরে এলো? বরং আমরা তাঁর কল্যাণের কাহিনি বলি, এবং হৃদয়, কলম ও কণ্ঠে ঈশ্বরকে স্তব করি। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৭ মে, ১৮৯০।